স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২৫

(সর্বশেষ সংশোধিত: নভেম্বর-২০২৫)

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)

(প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)

বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একমাত্র জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। নিয়মিত নিরাপদ নৈতিক এবং স্বল্প ব্যয়ে সঠিক কর্মী সঠিক জায়গায় (Right Man Right Place) প্রেরণের মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ ইং সনে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠা করে ।

বোয়েসেলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছতার সাথে স্বল্পখরচে সঠিক কর্মী সঠিক কাজে বিদেশে প্রেরনের মাধ্যমে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন করা, সর্বোৎকৃষ্ট সেবা প্রদান করা এবং অন্যদের তুলনায় কম খরচে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করা। বোয়েসেল No Profit, No Loss এর ভিত্তিতে সার্ভিস চার্জ আদায়ের মাধ্যমে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করে থাকে। বোয়েসেল একমাত্র সরকারী মালিকানাধীন জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান যা বেসরকারী মালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে প্রতিযোগিতা করে স্বল্প খরচে স্বচ্ছতার সাথে ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয়ে বিদেশে কর্মী প্রেরণ নিশ্চিত করে।

বোয়েসেল বিদেশী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্পতম সময়ে, স্বল্পখরচে, স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করেছে। উল্লেখ্য বোয়েসেল নিজের কর্মকান্ডে গুনগতমান বজায় রাখার জন্য ISO:9001:2015 সার্টিফিকেট অর্জন করে।

তথ্য অধিকার আইন ২০১৯ (২০০৯ সালের ২০ নং আইন)

<u>এক নজরে তথ্য অধিকার আইন</u>

অধ্যায় ৮ টি

ধারা ৩৭ টি

তফসিল ১ টি

তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯

তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধান মালা,২০১০

তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধান মালা,২০১০

তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি) প্রবিধান মালা,২০১১

তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহঃ

ধারা ৪ : কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য থাকিবে;

ধারা ৭ : কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়; (২০ ধরনের তথ্য)

ধারা ৯ : তথ্য প্রদান পদ্ধতি (অনুরূপ প্রাপ্তির ২০ কার্যদিবসের মধ্যে) বিশেষ কারণে ৩০ দিন, বিশেষ কারণে আরো দশ দিন; যদি জীবন, মৃত্যু, গ্রেফতার/ কারাগার থেকে মুক্তি সম্পর্কিত হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দিতে হবে।

যে সকল তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়:

১. বাংলাদেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি হুমকি হতে পারে এ রকম তথ্য;

২. পররাষ্ট্রের কোন বিষয় যা দ্বারা অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয় এমন তথ্য;

৩. বিদেশি সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য;

৪. কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য;

৫. যে তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থা লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন তথ্য, যেমন – আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট বাজেট ইত্যাদির আগাম তথ্য।

৬. প্রচলিত আইন প্রয়োগে বাধাগ্রস্থ হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এমন তথ্য;

৭. জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠ বিচার কার্য ব্যহত হতে পারে এমন তথ্য;

৮. ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন তথ্য;

৯. ব্যক্তির জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এমন তথ্য;

১০. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত তথ্য।

১১. আদালতের বিচারাধীন বিষয় এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যা প্রকাশ করলে আদালতের অবমাননা হবে এমন তথ্য;

১২. তদন্তাধীন কোন বিষয় যা প্রকাশ করলে তদন্ত কাজ বিঘ্নিত হতে পারে এমন তথ্য;

১৩. কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত হতে পারে এমন তথ্য;

১৪. আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন তথ্য;

১৫. কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপনরাখা বাঞ্ছনীয় এরকম তথ্য;

১৬. কোন ক্রয় কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য;

১৭. জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এমন তথ্য;

১৮. কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

১৯. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত তথ্য;

২০. মন্ত্রী পরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপ।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতাঃ

জনগনের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গনতন্ত্র সুসংহত করতে তথ্যে জনগণের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সর্বোপরি দেশে আইনের শাসন সংহত হবে।

তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম হলো সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে জনগণ চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। পাশাপাশি এই আইনের ধারা ৬ -এ প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকের যাতে সহজলভ্য হয়, এরূপ সূচি বন্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবনাসহ তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক পর্যালোচনায় এই আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনা (internal spirit) অনুধাবন করা যায়। আইনের এই উদ্দীপনা সর্বাধিক তথ্য প্রকাশের নীতিকে নির্দেশ করে। সর্বাধিক প্রকাশের অধিকতর কার্যকর মাধ্যম হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তাই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন তথ্য অধিকার আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া, তথ্য কমিশন কর্তৃক জারিকৃত 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধান মালা ২০১০-এ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ। ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ একই সঙ্গে তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য সংরক্ষণেরও কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, যাতে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫-এ নির্দেশিত তথ্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাও পালন করা হয়।

সচিবালয় নির্দেশমালাতেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণের কথা বলা আছে। নির্দেশমালার ১৫(৫) নম্বর নির্দেশে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের নির্দেশনা দিয়ে সরকারি ওয়েবসাইটসমূহকে তথ্যপ্রাপ্তির স্বীকৃত উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, সচিবালয় নির্দেশমালার ২৬৩ নং নির্দেশে বলা হয়েছে যে, " তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, অধিদপ্তর , সংস্থা ও উহার আওতাভুক্ত অফিসসমূহ স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে এবং নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।"

২০১৪ সনের অক্টোবর মাসে মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, " নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় / বিভাগ প্রতিনিয়ত সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে স্ব-স্ব ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখবে।" একই সিদ্ধান্তে এই কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করার কথাও বলা হয়েছে।

আবার, কোনো কর্তৃপক্ষ নিজ থেকেই যদি জনগনের জানার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণকে জানিয়ে দেয়, তাহলে জনগণের ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায়

কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা পরিস্ফুটিত হয়। কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করলে সেই কর্তৃপক্ষের প্রতি সাধারণ মানুষের ইতিবাচক ধারণা জন্মে যা, সেবা প্রদানকারী পক্ষ ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এই সুসম্পর্ক গণতন্ত্রের পথে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিবে। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ তথ্য প্রদানকারী ও আবেদনকারী উভয় পক্ষের জন্যই সুবিধাজনক।

তথ্য অধিকার আইন, তথ্য অধিকার প্রবিধানমালা, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, সচিবালয় নির্দেশমালা এবং অন্যান্য আইনের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশনার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের অবাধ তথ্যপ্রবাহের নীতির চর্চা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) একটি স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক বলে মনে করছে। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য চিহ্নিতকরণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্ধারণ, তথ্য প্রকাশের মানদন্ড নির্ধারণ, দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ , দায়িত্বপ্রাপ্তদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহির পদ্ধতি নির্ধারণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় কাঠামোবদ্ধ করা সম্ভব হবে। উল্লিখিত সকল যুক্তি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এই নির্দেশিকা প্রণয়ণ করছে। বোয়েসেল এর তথ্য প্রকাশিত হলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম:

ক্রম	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম/ পদ্ধতি
১	মাননীয় মন্ত্রী, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল	ওয়েবসাইট
২	বোয়েসেল এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন	বোয়েসেল এর ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সেবা বক্সে আপলোডকৃত
৩	R.T.I এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের বিবরণ নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ইমেইল এড্রেস	বোয়েসেল এর ওয়েবসাইট
৪	স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা	বোয়েসেল এর ওয়েবসাইট
৫	তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদান নির্দেশিকা/ ওয়েবসাইট
৬	বোয়েসেল এর সিটিজেন’স চার্টার	ওয়েবসাইট
৭	মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী	ওয়েবসাইট
৮	বোয়েসেল এর অর্জন ও ইনোভেশন	ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
৯	তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন, আপীল ও অভিযোগের ফরম এবং অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির ফরমসমূহ	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদান নির্দেশিকা/ ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
১০	বোয়েসেল এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৩-২০২৪)	বোয়েসেল এর ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সেবা বক্সে আপলোডকৃত
১১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা (২০২৩-২০২৪)	বোয়েসেল এর ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সেবা বক্সে আপলোডকৃত
১২	বোয়েসেল এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পরিচিতি	ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
১৩	বার্ষিক প্রতিবেদন	মুদ্রিত/ ওয়েবসাইট
১৪	বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি	নোশটশ বোর্ড / ওয়েবসাইট
১৫	বৈদেশিক নিয়োগ প্রক্রিয়া	ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
১৬	বোয়েসেলের সার্ভিস চার্জ	ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
১৭	দক্ষিণ কোরিয়ায় সার্ভিস চার্জ ফেরত ফর্ম	ওয়েবসাইট
১৮	বোয়েসেল এর ভিশন	ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
১৯	বোয়েসেল এর মিশন	ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
২০	বোয়েসেল এর কার্যক্রম	ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
২১	বোয়েসেল এর সাংগঠনিক কাঠামো	ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
২২	প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল	ওয়েবসাইট
২৩	পরিচালনা পর্ষদ	ওয়েবসাইট
২৪	বোয়েসেলের কর্মী প্রেরণের পরিসংখ্যান	ওয়েবসাইট/ বার্ষিক প্রতিবেদন
২৫	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের তালিকা	ওয়েবসাইট
২৬	উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা	ওয়েবসাইট
২৭	দক্ষিণ কোরিয়ার ভিসা আবেদন ফরম	ওয়েবসাইট
২৮	দক্ষিণ কোরিয়ার ভিসা আবেদন পূরণের নমুনা	ওয়েবসাইট
২৯	দক্ষিণ কোরিয়া ভাষা পরীক্ষায় আবেদনের ধাপসমূহ	ওয়েবসাইট

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....,

.... (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম : ....

পিতার নাম : .... মাতার নাম

: ....

বর্তমান ঠিকানা : .... স্থায়ী

ঠিকানা : ....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) : ....

২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) : ....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) : ....

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

আবেদনের তারিখ : ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

*তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম ‘খ’

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ বিধি-৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদন পত্রের সূত্র নম্বর : তারিখ : ....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম : ....

ঠিকানা : ....

বিষয় : তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা :-

১। ....

....।

২। ....

....।

৩। ....

....।

(------------------------------)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম :

পদবী :

দাপ্তরিক সীল :

ফরম ‘গ’

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....,

....(নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)

২। আপীলের তারিখ : ....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার : ....

কপি (যদি থাকে)

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে : ....

তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : ....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি : ....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন : ....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন : ....

আবেদনের তারিখ : ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ঘ'

[বিধি ৮ দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উলি-খিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উলি-খিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা :-

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নক্শা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

ফরম ‘ক’

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ....।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : ....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ : ....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা : ....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) : ....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা : ....

৭। অভিযোগ উলি-খিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)